গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: মাঠ পর্যায়ের গৃহীত উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পগুলোর ইনোভেটরদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: আঃ গাফ্‌ফার খান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩৮, ভবন নং-৩)।
তারিখ ও সময়	: ১৭.১২.২০১৭ খ্রিঃ, বেলা: ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি মাঠ পর্যায় হতে আগত সকল উদ্ভাবনী চর্চাকারীকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সরকারি প্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, প্রশাসনে বিভিন্ন উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসাংহতকরণের কাজ সহজ হয়। তিনি আরো বলেন, মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবন চর্চার সফল প্রয়োগই আগামী দিনের সোনার বাংলা গড়তে সহায়তা করবে।

০২। তিনি জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপ-সচিব (প্রশাসন-৪) ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-কে মাঠ পর্যায় থেকে আগত উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী উপস্থাপনার অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকলকে প্রেজেন্টেশন মনোযোগসহকারে দেখে মতামত জানাতে অনুরোধ করেন।

০৩। জনাব জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপ-সচিব (প্রশাসন-৪) ও সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম জানান উদ্ভাবন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা মাঠপর্যায়ের উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী পর্যালোচনা করে বিগত দিনে শোকেসিং ওয়ার্কশপ করেছি। এ বছর স্বাস্থ্য বিভাগ সংক্রান্ত নতুন বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনী প্রকল্প জমা পড়েছে। বেশকিছু প্রকল্পের প্রেজেন্টেশন বিগত দুই সভায় হয়েছে। বাকিগুলো আজকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর মধ্যে হতে বাছাইকৃত প্রকল্পগুলো শোকেসিং ওয়ার্কশপের জন্য নির্বাচন করা হবে। তিনি উদ্ভাবকদের তালিকাক্রমানুসারে প্রকল্পগুলো উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

ক) **ভিজিটর ফ্রেন্ডলী সার্ভিস**: শাহিনুর বেগম, সহকারী নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর জানান যে, তার প্রস্তাবিত ভিজিটর ফ্রেন্ডলী সার্ভিস প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। প্রকল্পটি গ্রহণ করার কারণ হিসাবে তিনি সঠিক তথ্য/দিক নির্দেশনার অভাব, সঠিক তথ্যদাতার অভাব, সমস্যা সমাধানে বিলম্ব, কিছু কিছু প্রার্থীর অযৌক্তিক প্রত্যাশা, প্রার্থী নিজে না এসে প্রতিনিধি পাঠায়, অতিরিক্ত সুপারিশ, দালালদের আনাগোনা, সাংগঠনিক নেতাদের চাপ, প্রার্থীর মানসিক, শারিরীকভাবে হয়রানী, প্রতিদিন অতিরিক্ত ভিজিটদের আনাগোনায় দৈনন্দিন কাজের বিঘ্ন ঘটা, অতিরিক্ত ও অযৌক্তিক সুপারিশের কারণে যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হওয়া এবং অফিসিয়াল গোপনীয়তা রক্ষা করা কষ্টকর হয় বলে উল্লেখ করেন।

প্রকল্পটি চালু হলে ভিজিটরদের আগমণের সময় ও তারিখ ওয়েবসাইটে প্রকাশ হবে। বিভাগ অনুযায়ী ভিজিটরদের সাক্ষাতের দিন ধার্য করা হবে। যেমন সোমবার- ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, খুলনা এবং বুধবার- রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগের প্রার্থীগণ সাক্ষাত পাবে । বিজিটের সময় সকালঃ ১০টা হতে ১১টা, বিকালঃ ২ হতে ৩টা। ভিজিটর রিসেপশনে রেজিস্টার করবে। ভিজিটরগণ হেলপ ডেস্কে গিয়ে কার্ড সংগ্রহ করবে তারপর সহকারী পরিচালক, পরিচালক এবং মহাপরিচালকের সাথে দেখা করবে।

ডা: একেএম পারভেজ রহিম, উপ-সচিব, এইচআর, প্রকল্পটির নাম পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। রোকেয়া খাতুন, সিনিয়র সহকারী সচিব, নাসিং (১) অনলাইনে এপোয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে বলেন।

খ) দাপ্তরিক চিঠিপত্র অগ্রবর্তী সহজীকরণ: শাহিনুর বেগম, সহকারী নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তিনি প্রকল্পটি গ্রহণ করার কারণ হিসাবে জানান যে, পূর্বে রেজিস্ট্রার খাতায় এন্ট্রি করার জন্য তথ্য সম্পর্কিত কোন ছক সুনির্দিস্টভাবে উল্লেখ ছিলনা। ফলে ইচ্ছামত প্রেরক তার প্রেরিত আবেদন / অন্যান্য পত্র কোথায়, কিভাবে ও কত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পৌছায় তা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতেন না। কাজের অগ্রগতির তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার নিকট থেকে পেতে বিলম্ব/অসুবিধা হতো। হেল্প ডেস্ক ছিলনা। লিখিতভাবে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলনা বিধায় প্রসেসটি সম্পন্ন করতে বিলম্বিত হতো। প্রকল্পটি চালু হলে ফ্রন্টডেস্ক অফিসার চিঠিপত্র গ্রহণ করবে। ইনচার্জ চিঠির গুরুত্বানুসারে সাধারণ, জরুরি এবং অতিজরুরি লিখে মহাপরিচালককে দেবে প্রথমদিনেই। দ্বিতীয় দিনেই চিঠি মহাপরিচালকের নিকট থেকে ডেস্ক অফিসারে নিকট নেমে কাজ শুরু হবে।

গ) পিডিএস সহজীকরণ: শাহিনুর বেগম, সহকারী নার্সিং অফিসার, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। প্রকল্পটি গ্রহণের কারণ হিসাবে জানান যে, ব্যাক্তি তার নিজের পিডিএস ফরম পূরণে ওয়াকিবহাল ছিল না। ব্যাক্তির তার নিজের পিডিএস সংশোধন করতে পারতেন না। পাসওয়ার্ড থাকার অনুমতি ছিল না। ব্যাক্তির তার নিজের পিডিএস সংশোধনী সংযোজন করতে পারতেন না। পিডিএস ফরম পূরণের অনীহা। ফলে কর্মকর্তার /কর্মচারীর পূনাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না। পিডিএস হালনাগাদ না থাকার কারণে বদলী, প্রমোশন, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদানে জটিলতার সম্মুখিন হতে হয়।

প্রকল্পটি চালু হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে বসে তার পিডিএস সে নিজেই আপডেট করতে পারবে। সে তার নিজের পিডিএস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজেই নিজের কাজ করতে সক্ষম হবে। প্রত্যেকের একটি নিজস্ব পাসওয়ার্ড থাকবে এবং সে তার নিজ পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে পিডিএস এ প্রবেশ করতে পারবে। বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোন সময়ে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন/ সংযোজন করতে পারবে। পূর্বের ন্যায় কোন কমন পাসওয়ার্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হবেনা। কাজের ফাকে পিডিএস পূরণ করা যাবে। আর্থিক খরচ কম হবে। সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া পিডিএস ফরম পূরনের জন্য ঢাকা আসতে হবেনা।

সভাপতি পাসওয়ার্ড সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আহমেদ লতিফুল ইসলাম নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরকে পিডিএস কনফার্মেশনের অপশন রাখতে পরামর্শ দেন।

সভাপতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস এর সাথে পরামর্শ করে পিডিএস প্রকল্পটিকে আরো আপডেট এবং ত্রুটিমুক্ত করে জমা দিতে অনুরোধ করেন।

ঘ) পেনশন নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ: ডাঃ নজীব আহমেদ, উপ পরিচালক, পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় ঢাকা বিভাগ, ঢাকা, ডাঃ হিমাংশু বিমল রায়, সহকারী পরিচালক (ডেন্টাল), পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় ঢাকা বিভাগ, ঢাকা প্রকল্পটির যৌথ উদ্যোক্তা। তারা জানান, অবসরের পর একজন পেনশন প্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তি তার শেষ সম্বল পেনশন লাভের জন্য পেনশন মঞ্জুরির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনকভাবে দেখা যায় ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ আবেদন থাকায় তা মঞ্জুরি হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং একাধিক বার বিভাগীয় অফিসে যাতায়াত করতে হয়। যার ফলে খরচ ও যাতায়াতের সময় বেড়ে যায়। এছাড়া আবেদন নথিতে অন্তর্ভুক্তি ও প্রসেসিং এ সময় নষ্ট হয় এবং ডাটা/তথ্য থাকে না। আবার কখনো কখনো নির্ধারিত সময়ে ফর্ম (সংযোযনী) এবং কর্তৃপক্ষের নামযুক্ত সিল/সই না থাকায় সংশোধনসহ পুনঃদাখিল করতে হয়। এক কথায় পেনশন মঞ্জুরির আদেশ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার মূল কারণ ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদন ও নথিতে অন্তর্ভুক্তির প্রসেসিং। সে কারণে TCV বেড়ে যায় ।

তারা এ সমস্যার সমাধা করার উপায় তুলে ধরে বলেন, পেনশন আবেদন প্রাপ্তির তারিখ ও মঞ্জুরির তারিখ রেকর্ড করার জন্য ১টি পেনশন রেজিস্টার চালু করা যেখানে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি ডেস্কে গ্রহণ ও উদগীরণের সময় ও তারিখ লিপিবদ্ধ থাকবে; নথি প্রসেসের সময় কাজের নিমিত্তে পার্ট ফাইল নামে একাধিক নথির ব্যবস্থা করা হবে; পেনশন আবেদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের (সংযোজনী) ১টি তালিকা জেলা উপজেলায় প্রেরণ (ই-মেইলের মাধ্যমে) করা হবে; জেলা পর্যায়ের ১ জন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আবেদন যাচাই বাছায়ের এর জন্য সিভিল সার্জন কর্তৃক দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে; দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় সময় পেনশন ফাইলটি অবলোকন করবেন; ত্রুটি ও সম্পূর্ণ আবেদন ইমেইল অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাকে জানানো হবে; আবেদন পত্রের সাথে মোবাইল নম্বর প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। তারা পেনশনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য একটি কমিটি গঠনের কথাও উল্লেখ

করেন। তারা আরো জানান, আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে সময় লাগত ২০-৩০ দিন, আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে সময় লাগবে ১০-১৫ দিন এবং সেই সাথে যাতায়াত কমে যাবে ২ বার।

০৪। জনাব খলিলুর রহমান, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩) জানান, যথাসময়ে পেনশন নিষ্পত্তির বিষয়টি APA বাধ্যতামূলক অংশে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং দুই মাস সময় নির্ধারণ রয়েছে। পেনশন নিষ্পত্তির জন্য নম্বরও রাখা আছে। তিনি প্রকল্পটি গ্রহণের ক্ষেত্রে APA'র আবশ্যকীয় কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

০৫। সভাপতি পেনশন প্রাপ্ত ব্যক্তির কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করার জন্য কমিটি গঠনের বিধান নেই মর্মে বিষয়টি সভাকে অবগত করেন। তবে কাজের সুবিধার জন্য কমিটি করলে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। তিনি প্রতিবছর পেনশনভোগ করতে যাওয়া ব্যাক্তিদের ডাটাবেজ তৈরি পরামর্শ দেন। পেনশনে যাওয়ার দু'মাস পূর্বে একটি প্রয়োজনীয় কাগজের চেকলিস্টসহ পেনশন ভোগ করতে যাওয়া ব্যক্তিকে এসএমএস (SMS) এর মাধ্যমে সচেতন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং প্রকল্পটিকে আরো আধুনীকিকরণ ও সহজীকরণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

০৬। আঃ গাফ্ফার খান, প্রকল্পগুলোর সফট্ ও হার্ড কপি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য এবং সকল প্রকার তথ্যের জন্য উপ-সচিব জনাব মোঃ লুৎফর রহমানের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

০৭। <u>সিদ্ধান্তসমূহ:</u>

১. প্রকল্পগুলোর সফট্ ও হার্ড কপি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৪ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে;
২. প্রকল্পটি গ্রহণের ক্ষেত্রে APA'র আবশ্যকীয় কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হবে; এবং
৩. সভার প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্পটিকে আরো আধুনীকরণ ও সহজীকরণ করতে হবে।

০৮। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ০২.০১.২০১৮
(আঃ গাফ্ফার খান)
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

নং- ৪৫.১৪১.০৯৩.০০.০০.০০৭.২০১৬-১৪

তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪২৪ / ০৯ জানুয়ারি ২০১৮

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):</u>

১. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৪. উপসচিব, প্রশাসন-৩ (কাউন্সিল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৫. ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. জনাব মো: মিজানুর রহমান (উপসচিব), ডোমেইন স্পেশালিস্ট, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৭. উপসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৮. উপসচিব, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
১০. উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-১/২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
১১. উপপ্রধান (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. ইনোভেশন অফিসার (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর), মহাখালী, ঢাকা।
১৩. জনাব অশোক বিশ্বাস, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েট, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সহকারী সচিব, নার্সিং-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৬. ওয়ার্কসফ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১৭. ইনোভেশন অফিসার (নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট/নিমিউ এন্ড টিসি/ টেমো), ঢাকা।
১৮. ডাঃ হাসান শাহরিয়ার কবীর, সিভিল সার্জন, ফেনী।
১৯. ডাঃ পুচনু, তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার।
২০. ডা: মেখলা সরকার, সহ: অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি), জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২১. ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান, ইউএইচএফপিও, ঘিওর, মানিকগঞ্জ।
২২. ডা: মোঃ মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় নাক কান গলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২৩. ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, NINS
২৪. ডাঃ নাছিরুজ্জামান, ইউএইচএফপিও, সদর কিশোরগঞ্জ।
২৫. ডাঃ মুহাম্মদ আবদুল কাদের, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
২৬. ডাঃ এ. বি. মোঃ শামছুজ্জামান, ইউএইচএফপপিও, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
২৭. ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান ফকির, ইউএইচএফপপিও, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
২৮. ডা: মো: শামছুল হক, ইউএইচএফপিও, মেলান্দহ, জামালপুর।
২৯. ডা: আফরোজা বেগম, ইউএইচএফপিও, পীরগাছা, রংপুর।
৩০. ডা: শাহ মোজাহেদুল ইসলাম, (বর্তমানে উপপরিচালক হিসেবে স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, রংপুরে কর্মরত)।
৩১. ডাঃ শেখ সুফিয়ান রুস্তম, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা।
৩২. ডাঃ মুন মুন ইসলাম মিতু, সহকারীসার্জন/মেডিকেল অফিসার (বর্তমানে ওএসডি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩৩. ডাঃ তনুশ্রী মজুমদার ,উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।
৩৪. ডাঃ মুনশী মোঃ ছাদুল্লাহ, ইউএইচএফপপিও, শালিখা, মাগুড়া।
৩৫. ডাঃ রনজিৎ কুমার বর্মন, ইউএইচএফপিও, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
৩৬. ডাঃ মাহমুদুর রাশেদ, ইউএইচএফপিও, মনপুরা, ভোলা।
৩৭. ডাঃ মোঃ জালাল হোসেন, ইউএইচএফপিও, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
৩৮. ডাঃ মোঃ মহিউদ্দিন, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৩৯. ডাঃ হাছিবুর রহমান ভূঁইয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম, কিশোগঞ্জ।
৪০. ডাঃ মোঃ ইব্রাহীম টিটন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, নরসিংদী।
৪১. ডাঃ সাইফুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শিবপুর, নরসিংদী।
৪২. ডাঃ মোঃ জসিম উদ্দীন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দোহার, ঢাকা।
৪৩. ডাঃ মোয়াজ্জেম আলী খান চৌধুরী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
৪৪. ডাঃ নজীব আহমেদ, উপপরিচালক, পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় ঢাকা বিভাগ।
৪৫. ডাঃ হিমাংশু বিমল রায়, সহকারী পরিচালক (ডেন্টাল), পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৪৬. ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।
৪৭. মাহবুবুর রহমান, আইটি স্পেশালিস্ট, এইচ আর এইচ প্রজেক্ট, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর।
৪৮. সৈয়দ গোলাম হোসেন, উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর।
৪৯. মোসা: শাহীনুর বেগম, সহকারী পরিচালক (সমন্বয়),নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর।

<u>সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:</u>

১. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
২. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল: monitor@mohfw.gov.bd

D:\ADMIN-4\A2\ 45.141.095.00.00.007.2016\Letter.docx